দৈনিক সংবাদ

তারিখ 23 DEC 1988
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

266

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিন

গত ১৮ই নভেম্বর দু'দল ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষের কারণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট-কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। আজ পর্যন্ত তা খোলার কোন নাম নেই।

বারবার বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ ঘোষণা আর সেই সাথে ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক তথা গোটা সমাজকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেয়ার কি কোন প্রতিকার নেই ? কেন এমন হয়, কারা এর জন্য দায়ী তার কারণ বের করে তা রোধ করা কি কর্তৃপক্ষের পক্ষে অসম্ভব ?

অনার্সের একজন ছাত্রের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা শেষ করতে সময় লাগার কথা চার বছর। সেখানে এখন সময় লাগছে সাত থেকে আট বছর। এদিকে চাকরির বয়সসীমা ২৭ বছর নির্ধারণ করা আছে। সেশন জটের কারণে যে বাড়তি সময় লাগছে এর জন্য ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের হয়রানির শেষ কোথায় তাকি সংশ্লিষ্ট মহল গুরুত্বের সাথে ভেবে দেখেছেন ?

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় যখন বন্ধ হয়ে যায় তখন Masters final পরীক্ষা চলছিল। পরীক্ষাসমূহ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের যে কতটা ভোগান্তি তা এক ভুক্তভোগী যারা তারাই জানেন। বিশ্ববিদ্যালয় যদি একেবারে খোলা সম্ভব নাই হয় তাহলে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে শুধু পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দিয়ে পরীক্ষা-সমূহ নেওয়া কি একেবারেই অসম্ভব ? যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে অন্ততঃ প্রথমে Final year এর পরীক্ষার্থীদের জন্য খুলে দিয়ে তাদের পরীক্ষা নিয়ে তারপর 2nd year এর পরীক্ষা নিয়ে এবং তারপর অন্যান্য পরীক্ষা নেবার ও ক্লাসসমূহ চালু করার ব্যবস্থা তো কর্তৃপক্ষ করতে পারেন।

একেবারে বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে না পারলে এভাবে ধীরে ধীরে খোলার ব্যবস্থা করলেও মনে হয় গণ্ডগোল কিছুটা এড়ানো সম্ভব।

তাই কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনে পর্যায়ক্রমে খুলে দেয়ার ব্যবস্থা করুন।

গো: ইরতেজা মনসুর (বিপ্লব)
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী।

কুমিল্লায় বিশ্ববিদ্যালয় চাই

গত ৯-১২-৮৮ তারিখে রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে মন্ত্রী পরিষদের এক বৈঠকে আমাদের দেশে আরো তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কিন্তু বৃহত্তর কুমিল্লা জেলায় উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আজ থেকে ১০০০ বছর পূর্বেও দেব বংশের রাজত্বকালে উপমহাদেশে দু'টি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। তার একটি ছিল বর্তমান কুমিল্লার কোটবাড়ীতে। কালের আবর্তে তা অবলুপ্ত হয়ে যায়। ১৯৬৫ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কুমিল্লায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু তৎকালীন সরকারের ঘনিষ্ঠ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তির হস্তক্ষেপে তা চট্টগ্রামে স্থাপিত হয়। ১৯৭৯-৮০ সালে সাবেক সরকার কুমিল্লায় একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন এবং ভিত্তি প্রস্তরও স্থাপন করেছিলেন। কুমিল্লা হাউজিং ষ্টেটে (বর্তমান হাইকোর্ট ভবন) সাইন বোর্ড ও টাঙানো হয়েছিল। তাও বাস্তবায়িত হয়নি। কুমিল্লায় ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ বা কৃষি কলেজও নেই।

বৃহত্তর কুমিল্লার গুরুত্ব, সেখানে শিক্ষার হার কুমিল্লার প্রতি বক্তার কথা বিবেচনা করে কুমিল্লা জেলায় বাংলাদেশ সর-

(২-এর পাতায় দেখুন)

চিঠিপত্র

(৪র্থ পাতার পর)

কারের প্রস্তাবিত তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্থাপন করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি।

গো: শহিদুল আলম মজুমদার,
৩১০/ক এরশাদ হল, ঢাকা-১১০০
ও গো: খোরশেদ আলম,
জনতা মেডিক্যাল হল, চৌদ্দগ্রাম,
কুমিল্লা।